দিন শেষে।। মাথায় পাতার বোঝা নিয়ে কাঠের সেতু পারাপার। কালিম্পয়ের রঙ্গুতে। ছবি ঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শক্তি বাড়াচ্ছে আলফা

চিনের মদতে সেদেশে গড়া হয়েছে বেসক্যাম্প

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

নিঃশব্দে ঘুঁটি

- চিনে বেসক্যাম্প গড়ে নিঃশব্দে ঘাতকবাহিনী তৈরি করছে আলফা (স্বাধীন)
- নতুন করে প্রশিক্ষণ শিবির ও নিয়োগ শুরু করা হয়েছে
- দক্ষিণ চিনের রুইলি এবং মায়ানমারের সাগাইং এলাকায় শিবির খুলেছে আলফা
- রণনীতি বদলে আরও ভয়ংকর হচ্ছে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনটি
- চিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে যাওয়ার পথে সেনার হাতে দু'দফায় গ্রেপ্তার ন'জন
- আলফাকে সহযোগিতার বিনিময়ে শিলিগুড়ি করিডরে নজরদারি বাড়াতে চাইছে চিন

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : মুখে শান্তির বার্তা। অথচ, চিনের মদতে সে দেশে বেসক্যাম্প গড়ে নিঃশব্দে ঘাতকবাহিনী তৈরি করছে আলফা (স্বাধীন)। নতুন করে শুরু হয়েছে জঙ্গি প্রশিক্ষণ। চলছে নিয়োগ। সংগঠনেও আনা হয়েছে রদবদল। গঠন করা হচ্ছে স্লিপার সেল। সব মিলিয়ে পরেশ বড়ুয়াদের রণনীতি বদল এবং চিনের মদতে, চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের।

হিমন্ত বিশ্বশর্মা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই অসমে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসাম (আলফা) নিয়ে সদর্থক ইঙ্গিত মিলছিল। বেশ কয়েকজন আলফা জঙ্গি আত্মসমর্পণ করেছে এবং আলোচনার একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেছে অসম সরকার। সেই দাবির যথেষ্ট কারণও আছে। চলতি বছরই প্রথমবার স্বাধীনতা দিবস বয়কটের রাস্তা থেকে সরে এসেছিল আলফা। ওইদিন ডাকা হয়নি বনধও। কোভিড পরিস্থিতির জন্য মে মাসে তিন মাসের জন্য অস্ত্র বিরতির ঘোষণা করেছিলেন আলফার কমান্ডার ইন চিফ পরেশ বড়ুয়া। অগাস্ট মাসে নতুন বিবৃতি দিয়ে অস্ত্র বিরতির মেয়াদ আরও তিন মাসের জন্য বৃদ্ধি করার ঘোষণা করেন তিনি। এইসব কার্যকলাপের ভিত্তিতেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল, অস্ত্রত্যাগ করে এবার শান্তির পথে এগোতে চাইছে আলফা।

তবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের একটা অংশের মতে, এসব আসলে লোকদেখানো। মুখে শান্তির বার্তা দিয়ে তলে তলে চিনের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্ক মজবুত করে ফেলেছে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনটি। এক পদস্থ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা কর্তা বলেন, 'আলফা একদিকে সংগঠন শক্তিশালী করছে, নতুন করে প্রশিক্ষণ শিবির খুলছে, অন্যদিকে শান্তির বার্তা দিচ্ছে। দুই ভূমিকা পরস্পর বিরোধী। আসলে শান্তির বার্তা দিয়ে ওদের বিরুদ্ধে যাতে কিছুদিন নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযান না হয় সেটাই সুনিশ্চিত করা এবং সেই সুযোগে নিজেদের সংগঠন সাজিয়ে নিতে চাইছেন পরেশ বড়ুয়ারা।'

গোয়েন্দা সূত্রের খবর, চিনে নতুন করে একাধিক প্রশিক্ষণ শিবির তৈরি করেছে আলফা। শিবির তৈরি হয়েছে মায়ানমারেও। সেখানে নতুন বেশ কয়েকটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। অস্ত্র ও শারীরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সাইবার বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে সেই শিবিরগুলিতে।

চিনে নতুন করে আলফার প্রশিক্ষণের ইঙ্গিত আগেই পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। শনিবার চিনে যাওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তের মন শহর থেকে এক জঙ্গি সহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। তাদের দফায় দফায় জেরার পর আলফার নতুন প্রশিক্ষণ শিবির নিয়ে বহু তথ্য জানতে পেরেছেন সেনা গোয়েন্দারা। ধৃতদের কাছ থেকে চিকেন নেকের একাধিক ম্যাপ পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। নতুন করে শক্তিবৃদ্ধিতে আলফার সহযোগী হিসাবে এনএসসিএন (খাপলাং) গোষ্ঠী সম্পর্কেও বেশ কিছু প্রমাণ হাতে এসেছে গোয়েন্দাদের।

চিকেন নেকের ওপর চিনের বিষ নজর অনেক আগেই পড়েছিল। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, আলফাকে সাহায্য করার মাধ্যমে আদতে শিলিগুড়ি করিডরের ওপর নিজেদের নজরদারি আরও বাড়াতে চাইছে চিন। প্রয়োজনে যাতে ওই এলাকায় ভারত বিরোধী কার্যকলাপে আলফাকে ব্যবহার করা যায়, সেই রাস্তাও খোলা রাখছে প্রতিবেশী দেশটি।

এর আগে ২৯ সেপ্টেম্বর অসমের নামটোলা থেকে সাত যুবককে গ্রেপ্তার করেছিল আসাম রাইফেলস। সাতজনই মায়ানমার হয়ে চিনে আলফার প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে যাচ্ছিল। সম্প্রতি অসম পুলিশের এক কনস্টেবল আলফাতে যোগ দিয়েছেন বলেও বিতর্ক ছড়িয়েছে সে রাজ্যে। যদিও অসমের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ওই কনস্টেবল অপহৃত হয়েছেন।

সূত্রের খবর, অসম, নাগাল্যান্ড ও মণিপুরের একাধিক এলাকা থেকে যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য নানা টোপ দিতে শুরু করেছে আলফা। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, মায়ানমার সীমান্তে থাকা দক্ষিণ চিনের রুইলি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নতুনদের। এ থেকে গোয়েন্দাদের অনুমান, চিনের ওই এলাকা বা আশপাশেই ঘাঁটি করতে পারে আলফা। মায়ানমারের সাগাইং এলাকাতেও আলফার নতুন প্রশিক্ষণ শিবির চলছে বলে জানা গিয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, অতি সম্প্রতি সংগঠনের দায়িত্বে উল্লেখযোগ্য কিছু রদবদল করেছে আলফা। কমান্ডার ইন চিফ পদের পাশাপাশি সংগঠনের সুপ্রিম কাউন্সিলের সভাপতি করা হয়েছে পরেশ বড়ুয়াকে। মাইকেল অসম ও নয়ন অসমকে সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য করা হয়েছে। সংগঠনের হাই কাউন্সিল ও লোয়ার কাউন্সিলের দায়িত্বেও নতুন মুখ আনা হয়েছে বলে খবর।

প্রেমে প্রত্যাখ্যান, কিশোরীকে কোপ

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৪ নভেম্বর : বাবা, মা মাঠের কাজে তখন বাইরে। টিউশন পড়ে বাড়িতে এসে সকাল দশটা নাগাদ স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল দশম শ্রেণির অঙ্কিতা শীল। এমন সময় প্রতিবেশী স্বপন বিশ্বাস নামে এক যুবক চড়াও হয় বাড়িতে। গামছা দিয়ে অঙ্কিতার হাত, মুখ বেঁধে উঠোনে ফেলে ধারালো দা দিয়ে গলায় এলোপাতাড়ি কোপ বসাতে থাকে ওই যুবক। এই দৃশ্য দেখেও চিৎকার করার সাহস পাচ্ছিল না অঙ্কিতার খুড়তুতো বোন লিপি। কারণ চিৎকার করলে তাকেও মেরে ফেলবে বলে হুমকি দেয় যুবক। বুধবার এমনই নৃশংস ঘটনার সাক্ষী থাকল ফালাকাটা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের খলিসামারি। পুলিশ অবশ্য খুনিকে গ্রেপ্তার করেছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হওয়ায় ওই যুবক খুন করার পন্থা বেছে নেয়। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ভোলানাথ পান্ডের কথায়, 'প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ওই যুবক এই নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে আগামীকাল আদালতে তোলা হবে। ঘটনার তদন্তের জন্য ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানাব আমরা।'

ফালাকাটা স্টেশন থেকে উত্তরদিকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অঙ্কিতাদের বাড়ি। বছর পনেরোর অঙ্কিতা শহরের পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী। বাবা গোপাল শীল ও মা গীতা শীল দিনমজুরি করেন। দুই বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে অঙ্কিতা বড়। এদিন ঘটনার সময় পরিবারের কেউ বাড়িতে ছিল না। বাবা, মা দিনমজুরি করতে গিয়েছিলেন। আর ভাই, বোন কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল। তবে পাশের বাড়ির খুড়তুতো বোন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। সে পুরো ঘটনায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। জানা গিয়েছে, স্কুল ছাত্রীকে কোপানোর পর ওই যুবক রক্তমাখা দা নিয়ে পাশের বালাতোর্ষা নদীতে যায়। সেখানে গিয়ে স্নান করে দা ধুয়ে বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় হইচই শুরু হয়। স্থানীয়রা ওই যুবকের বাড়ি ঘিরে রাখেন। খবর পেয়ে ফালাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ওই ছাত্রীর ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে যায়। প্রথমে এই দৃশ্য দেখে এক পুলিশকর্মী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ততক্ষণে পুলিশও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। গোটা ঘটনায় এলাকার পরিবেশ থমথমে। তবে দিনভর সেখানে পুলিশ পিকেট ছিল।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ধৃত যুবকের বাবা রতন বিশ্বাস অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী। স্টেশনের আবাসনে থাকতেন। কয়েক বছর আগে খলিসামারিতে বাড়ি তৈরি করেন। কিন্তু এই পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশীদের সেরকম ভালো সম্পর্ক নেই। ধৃত যুবকের আরও তিন ভাই রয়েছে। ভাইদের মধ্যে রঞ্জন বিশ্বাস ও রথিন বিশ্বাস মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন বলে এলাকায় পরিচিত। কিন্তু ধৃত স্বপন ও আরেক ভাই ছোটন বিশ্বাস সুস্থ বা স্বাভাবিক। তবে স্বপন নেশাগ্রস্ত বলে স্থানীয়দের দাবি।

এদিকে, অঙ্কিতার কাছে ওই যুবকের প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ঘটনা এই প্রথম নয়। বছরখানেক আগেও একবার এমন ঘটনা ঘটেছিল। তখন এই ঘটনা নিয়ে সালিশি সভাও হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি প্রেম সংক্রান্ত তেমন কিছু ঘটেনি বলেই জানা গিয়েছে। পুলিশের অনুমান, এতদিন ধরে ঠান্ডা মাথায় খুনের পরিকল্পনা করেছিল ওই যুবক।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে গোটা ফালাকাটায়। বাকরুদ্ধ অঙ্কিতার পরিবার। অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবিতে সুড় চড়িয়েছেন প্রতিবেশীরা।

পুলিশ সূত্র খবর, ওই যুবকের বাবা, মা ও দুই ভাইকে আটক করা হয়েছে। আরেক ভাই ছোটন বিশ্বাস পলাতক।

অঙ্কিতার মৃত্যুতে শোকাতুর তার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ প্রবীর রায়চৌধুরী। তাঁর কথায়, 'ওর আর স্কুল আসা হল না। মাধ্যমিকও দিতে পারল না। আমরা দোষীর কঠোর শাস্তি চাই।' এদিন স্কুলের তরফেও অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়ে বিডিও ও পুলিশের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে।

মেয়ের শোকে বাকরুদ্ধ মা। ফালাকাটার খলিসামারিতে। ছবি : সুকমল ঘোষ

বন্ধুদের সঙ্গে মেলায়, মিলল রক্তাক্ত দেহ

ফালাকাটা, ২৪ নভেম্বর : প্রতিবেশী এক বন্ধুকে নিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে মেজবিলের রাসমেলায় এসেছিল ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া মনোজ বর্মন। তারপর আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় মেলায়। সবাই মিলে সেখানে আনন্দফুর্তি করে। কিন্তু সন্ধ্যার পর মেলা চত্বর থেকে উধাও হয়ে যায় মনোজ। রাত ঘনালেও বাড়ি না ফেরায় শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। বুধবার সকালে মেলা থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে মধ্য মেজবিল গ্রামে বুড়ি তোর্ষা নদীর ধারে তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার নলি কেটে মনোজকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে, দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন স্থানীয়রা মহাসড়ক অবরোধ করেন। কিন্তু বন্ধুরাই তাকে খুন করল নাকি এই হত্যার পিছনে অন্য কারণ রয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ভোলানাথ পান্ডের কথায়, 'সব দিক খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দু'তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লু মিলেছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব স্পষ্ট হবে।'

মেজবিল বাসস্টপেজের পাশের মাঠে মঙ্গলবার ছিল রাসমেলার শেষদিন। মেলা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামে বাড়ি মনোজের। সে পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। বাবা সুনীল বর্মন ও মা মেনকা বর্মন দিনমজুর। দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে মনোজ বড়। পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেল তিনটে নাগাদ পাশের বাড়ির প্রাইমারি স্কুল পড়ুয়া (৪-৫ বছর) এক বন্ধুকে নিয়ে সাইকেলে চেপে মেলায় আসে মনোজ। কয়েকজন বন্ধু মনোজকে মেলার উত্তরদিকের রাস্তায় ডেকে নেয়। তারপর মনোজের বাড়ির লোকজনও মেলায় আসেন। অনেক রাত পর্যন্ত অনুসন্ধান চালিয়েও ছেলের হদিস পায়নি পরিবার। এমনকি মেলা কমিটির মাধ্যমে বারবার মাইকে ওই কিশোর নিখোঁজ ঘোষণা করা হয়। তবু সন্তান না ফেরায় দুশ্চিন্তায় রাত কাটে পরিবারের। এদিন সকালে পরিবারের তরফে সোনাপুর ফাঁড়িতে মিসিং ডায়ারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখনই খবর ছড়িয়ে পড়ে, মধ্য মেজবিলে বুড়ি তোর্ষা নদীর ধারে এক কিশোরের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

মনোজকে কেন খুন করা হল? কে বা কারা খুন করল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ধন্দে পড়েছে পুলিশও। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মনোজকে হত্যার পেছনে ওই দু'তিনজন বন্ধুর হাত থাকতে পারে। কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে মেলা ছেড়ে এতটা দূরে মনোজ কেন গেল? আর বন্ধুরাও তো বয়সে খুব একটা বড় নয়। নেশা বা মোবাইল গেমের প্রতি কোনও আসক্তি ছিল কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তবে যেভাবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই কিশোরের গলার নলি কেটে দেওয়া হয়েছে তাতে এটাও মনে হচ্ছে যে, এই ঘটনায় বড়দেরও হাত থাকতে পারে। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এখনই স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইছে না।

রহস্য যেখানে

- মেলা থেকে দু'কিলোমিটার দূরে কেন গেল মনোজ?
- বয়সে ছোট বন্ধুটিকে কেন বাড়ি চলে যেতে বলা হল?
- নেশা বা মোবাইল গেমের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল কি না?
- যেভাবে গলার নলি কাটা হয়েছে, তা ছোটদের কাজ হওয়া অস্বাভাবিক

বাজারের ব্যাগে সন্তানের দেহ বইলেন বাবা

রায়গঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : বাজারের ব্যাগে ভরে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল নবজাতকের মৃতদেহ। অ্যাম্বুল্যান্সের চড়া ভাড়া মেটাতে না পেরে এভাবেই সদ্যোজাতের মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন পরিবারের লোকজন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রায়গঞ্জে।

গত ২২ নভেম্বর রায়গঞ্জের ভাটোল অঞ্চলের মালদাপাড়া তাজপুরের বাসিন্দা রেহেনা খাতুন (১৯) প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে ভাটোল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে তাঁকে রেফার করা হয় রায়গঞ্জ মেডিকেলে। গতকাল তিনি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। জন্মের পরেই শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় সদ্যোজাতকে এসএনসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয়। এদিন দুপুরে নবজাতকের মৃত্যু হয়। পরিবারের লোকজন মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে যেতে নিশ্চয়যানের চালকের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু চালক জানিয়ে দেন, তিনি মৃতদেহ নিয়ে যেতে পারবেন না। বাধ্য হয়ে বাজারের ব্যাগে নবজাতকের মৃতদেহ ভরে মোটরবাইকে করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন মৃত শিশুর বাবা ও ঠাকুমা।

মৃত শিশুর বাবা ইউসুফ রেজা বলেন, 'আমাদের পক্ষে তিন হাজার টাকা অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বাজারের ব্যাগে দেহ ভরে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছি।'

> "আমাদের পক্ষে তিন হাজার টাকা অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বাজারের ব্যাগে দেহ ভরে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছি।
>
> –ইউসুফ রেজা
> *মৃত শিশুর বাবা*

এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়যান প্রকল্প সংগঠনের সদস্য ঝরু বর্মন বলেন, 'নবজাতকের মৃত্যু হলে আমরা দেহ গাড়িতে নিয়ে যেতে পারব না। গোটা রাজ্যেই এই আইন রয়েছে। তবে নবজাতকের মাকে বিনে পয়সায় বাড়িতে দিয়ে আসা যাবে।'

সংগঠনের আরেক সদস্য সুভাষ বর্মন বলেন, 'সন্তান প্রসব করার পর নবজাতক ও মাকে বিনে পয়সায় বাড়িতে দিয়ে আসার সরকারি নিয়ম রয়েছে। তবে মৃত শিশুকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি আমাদের কাছে নেই।'

নিশ্চয়যান প্রকল্পের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইনচার্জ মনোজিৎ ঘোষ বলেন, 'মৃত শিশু নিয়ে যাওয়ার পারমিশন আমাদের কাছে নেই। তাই অ্যাম্বুল্যান্সেই নবজাতকের দেহ বাড়ি নিয়ে যেতে হবে।'

রায়গঞ্জ মেডিকেলের সহকারী অধ্যক্ষ প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, 'এনিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর দেখে।'

দুই লরির সংঘর্ষ

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর ঃ কোচবিহারে বাদুড়বাগান এলাকায় বুধবার দুটি লরির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে একটি বিদ্যুতের খুঁটিও ভেঙে গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, লরি দুটিকে আটক করা হয়েছে। চালকদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। হতাহতের কোনও খবর নেই। পণ্যবাহী দুটি লরি পাশাপাশি যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায়।

স্বনির্ভর বাংলা

প্রথম পাতার পর

আনন্দপুর ও কৃষ্ণনগরের খামারে দু'বছর ধরে পরীক্ষানিরীক্ষার পর তা বাজারে নিয়ে আসা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ফার্মার্স প্রোডিউসার্স ক্লাবের (এফপিও) মাধ্যমে বীজ বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির আলু চাষ অধ্যুষিত ধূপগুড়ি, কচুয়া বোয়ালমারি, টাকিমারির মতো নানা জায়গার পাশাপাশি তরাইয়ের খড়িবাড়িতে বঙ্গশ্রীর বিপণনকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, হাইটেক টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে তৈরি ওই আলুবীজের বংশবিস্তারের কাজ সারাবছর ধরে চলে। এরপর আলুর মরশুমে মশারির নীচে রোপণ করে সেখান থেকে বীজ পাওয়া যায়। মশারি ব্যবহার করার কারণ নানা ধরনের ভাইরাস বাহক সাদা মাছি বা ওই জাতীয় শোষক পোকার আক্রমণ থেকে বীজকে রক্ষা করা। খোলা আকাশের নীচে বীজ তৈরি করা হলে ওই রোগপোকারা তাতে সহজেই ভাইরাস ঢুকিয়ে দেয়। ফলে পরবর্তীতে বীজ থেকে যে গাছ তৈরি হয় তাতে ভাইরাসের ছোবল থাকে। ফলনও মেলে না। পাতা কোঁকড়ানো বা গুটিয়ে যাওয়া, ফসলে হলুদ ছোপ ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখা যায়।

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার সহ কৃষি অধিকর্তা (বিষয়বস্তু) ডঃ মেহফুজ আহমেদ বলেন, 'বঙ্গশ্রী ব্র্যান্ডের আলুবীজ রোগমুক্ত। ফলন নিয়ে কৃষকের দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমে যাবে। নানা জায়গায় বিপণনকেন্দ্র খোলার কাজ শুরু হয়েছে। যাঁরা ওই বীজ কিনছেন তাঁদের চাষের গতিপ্রকৃতির প্রতি ধারাবাহিক নজরদারিও থাকবে। সেজন্য ক্রেতাদের তথ্য সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে।'

করোনা সংক্রামিত ৫২

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৪ নভেম্বর ঃ বুধবার উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা মিলিয়ে ৫২ জন করোনা সংক্রামিতের খবর পাওয়া গিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, এদিন কোচবিহারে আরও ১০, আলিপুরদুয়ারে ৫, জলপাইগুড়িতে ১৫, দার্জিলিং জেলায় ২২ জন নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন। মৃত্যুর কোনও খবর নেই।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, কোচবিহারে সংক্রামিতদের মধ্যে সদরে ৭, দিনহাটায় ১ এবং মাথাভাঙ্গায় ২ জন রয়েছেন। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ১৮ জনের সংক্রামিত হওয়ার খবর রয়েছে। এরমধ্যে ১৩ জন দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত ওয়ার্ডের বাসিন্দা। বাকি ৫ জন সংযোজিত ওয়ার্ডের বাসিন্দা। এছাড়া কার্সিয়াংয়ে ১, সুখিয়াপোখরিতে ১, মাটিগাড়ায় ৬ এবং নকশালবাড়িতে ১ জনের সংক্রামিত হওয়ার খবর রয়েছে। দার্জিলিং জেলায় এদিন সুস্থ হয়েছেন ২৬ জন। অন্যদিকে, কোচবিহারে ১১, আলিপুরদুয়ারে ৪ এবং জলপাইগুড়িতে ১৪ জনের সুস্থ হওয়ার খবর রয়েছে।

আটকে সাড়ে ছয়শো মিটারে

প্রথম পাতার পর

বাকিটুকু খুব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে চূড়ান্ত জরিপের কাজ করে ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়া সহ বাকি প্রক্রিয়া এগোবে।' দ্রুত ক্ষতিপূরণ বিলি করে কাজে হাত না দিলে ফের একগুচ্ছ সমস্যা মাথাচাড়া দেওয়ার আশঙ্কাও থাকছে।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে ফোর লেনের বাইপাস নিয়ে ধূপগুড়ি ডাকবাংলো ভবনে জমি মালিকদের সঙ্গে প্রথম বৈঠক করেন তৎকালীন জেলা পরিষদ সভাধিপতি তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বনমালী রায়। এরপর ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন ও ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর তৎকালীন বাম নেতারা আর নতুন করে জমি অধিগ্রহণে আগ্রহ দেখাননি। এদিকে, ২০১০ সালের ১৪ ডিসেম্বর বাইপাসের জন্যে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত এলাকার বাসিন্দা ও জমি মালিকরা মিলে 'সারা বাংলা কৃষিজমি বাস্তু ও জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটি' গড়ে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দেন। ২০১৪ সালে কেন্দ্রের ক্ষমতায় বদলের পর ফোর লেন নির্মাণে নতুন করে গতি আনে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী ধূপগুড়ি বাইপাস সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব দেন তৎকালীন মন্ত্রী গৌতম দেবকে। শুরু হয় নতুন করে আলোচনা। ক্রমে পূর্ব আলতাগ্রাম এবং ভেমটিয়া মৌজার বেশিরভাগ সমস্যা মিটেও যায়।

ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের সামনে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঢুকেছে খলাইগ্রাম মৌজায়। সেখানেই এখন আটকে রয়েছে ফোর লেনের জমি সমস্যা। গত ১৯ নভেম্বর এই খলাইগ্রাম ও উত্তর বোরাগাড়ি মৌজায় জমি মাপতে গিয়েই অনিচ্ছুক জমি মালিকদের আক্রমণের মুখে পড়েন ব্লক ও জেলা প্রশাসনের কর্তারা। সূত্রের খবর, সামান্য এই অংশের অনিচ্ছুক জমি মালিকদের বেশিরভাগই মূলত অন্যের জমি দীর্ঘদিন আটকে রাখা দখলদার, বর্গাদার, খাসজমির পাট্টাহীন দখলদার, জমির শ্রেণি পরিবর্তন এবং রেকর্ড সংক্রান্ত সমস্যায় আটকে থাকা মালিক। এঁদের সঙ্গে অনেকের বাঁশবাগান, কলাবাগান, সুপারিবাগান, বসতবাড়ি রয়েছে, যা তাঁরা ছাড়তে চাইছেন না। এদিকে, ভেমটিয়া ও পূর্ব আলতাগ্রামে নতুন করে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

ভেমটিয়া মৌজার জমিদাতা মহম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিকি বলেন, 'রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে শুরুতেই এশিয়ান হাইওয়ে সংলগ্ন জমি আমরা যে দামে দিয়েছি, এখন তার থেকে অনেক বেশি দাম পাচ্ছেন বাকি চারটি মৌজার জমি মালিকরা। আমরা এনিয়ে জেলা শাসকের কাছেও দরবার করেছি। আমরাও যাতে ভালো দর পাই তা নিশ্চিত করতে হবে।' একই সুরে খলাইগ্রাম মৌজার অনিচ্ছুক জমিদাতা জয়ন্ত নন্দী বলেন, 'ন্যায্য দাম না পেলে আমরা জমি ছাড়তে পারব না।'

ভল্লুক পিটিয়ে মারল জনতা

প্রথম পাতার পর

'খবর পাওয়ার পরেই আমরা বাগানে যাই। ভল্লুকটিকে ড্রাইভ করে নেওড়াভ্যালির জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু ভিড় জমে যাওয়ায় সমস্যা হচ্ছিল। এরই মধ্যে বাগানের ভিতরে ওই ছাত্রের দেহ পাওয়া যায়। উত্তেজিত জনতা ভল্লুককে পিটিয়ে মেরে ফেলে। আমরা ভল্লুকের দেহ উদ্ধার করেছি। সেটি হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার প্রজাতির, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মৃতের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

মালবাজারের এসডিপিও রবিন থাপা বলেন, 'ওই তরুণ ও ভল্লুকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ভল্লুকের দেহ বন দপ্তরের হাতে দেওয়া হয়েছে। তরুণের দেহ বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত বন দপ্তর ও মৃত তরুণের পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ হলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

আবহাওয়া
বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩০.০	১৯.০
শিলিগুড়ি	২৭.০	১৪.০
জলপাইগুড়ি	২৭.০	১৫.০
কোচবিহার	২৭.০	১৪.০
আলিপুরদুয়ার	২৭.০	১৪.০
মালদা	২৮.০	১৫.০
রায়গঞ্জ	২৭.০	১৫.০
গ্যাংটক	১৬.০	৯.০

আসতে রাজি মোদি

প্রথম পাতার পর

বরং তিনি কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে দেখা করার জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন। দিল্লি এলে কংগ্রেস সভানেত্রী ও তৃণমূল নেত্রীর সাক্ষাৎ প্রায় রুটিন ছিল আগে। এনিয়ে বুধবার এক প্রশ্নের উত্তরে মমতা কিন্তু বলেন, 'দিল্লি এলেই দেখা করতে হবে, এরকম কোনও বাধ্যবাধকতা আছে? সংবিধানে লেখা আছে?'

পরে সাফাই দিয়ে বলেন, 'আমি কারও থেকে কোনও সময় চাইনি। শুধু প্রধানমন্ত্রীর থেকে রাজ্যের বিষয়ে কথা বলার জন্য সময় চেয়েছিলাম। আমি জানি, ওঁরা পঞ্জাব নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। ওঁরা ওঁদের দলের কাজ করুন।' যদিও মঙ্গলবার দুই কংগ্রেস নেতা কীর্তি আজাদ ও অশোক তানওয়ারকে তৃণমূলে টেনেছেন তিনি।

এব্যাপারেও তাঁর সাফাই, 'আমরা কাউকে ডাকিনি। যদি কেউ আমাদের দলে যোগ দিতে আসেন, তাহলে সেটা তাঁর বিষয়। আমরা দল ভাঙানোর চেষ্টা করি না। কেউ যদি মনে করেন যে, তৃণমূল দেশের জন্য ভালো লড়াই করবে, তাই তৃণমূলে আসবেন, তাহলে তো তাঁকে বাধা দিতে পারি না।'

প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে শিল্প সম্মেলনের ঘোষণা যদি হয় মমতার এই দিল্লি সফরের একটি মাস্টারস্ট্রোক, তাহলে নিঃসন্দেহে বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণিয়াম স্বামীর সঙ্গে বৈঠক হল বড় চমক। মমতার অবশ্য দাবি, 'স্বামী বিদগ্ধ নেতা। বহুদিনের পরিচয়। তাই সৌজন্য সাক্ষাতে এসেছেন।' অন্যদিকে, স্বামীর সহাস্য মন্তব্য, 'আমি মমতার পাশে আছি। দলে যোগদানের কোনও বিষয় নেই।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই 'পাশে আছি' মন্তব্যটিই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বুধবার বিকেল পাঁচটায় সাউথ ব্লকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে নরেন্দ্র মোদির মুখোমুখি হন মমতা। হলুদ গোলাপের স্তবক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। প্রায় ৪০ মিনিট বৈঠক হয় তাঁদের।

দিল্লি আসার আগে মমতা বলেছিলেন, বিএসএফের এক্তিয়ার বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানাবেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিএসএফের কাজ সীমান্ত সামলানো। কিন্তু গুলি চালাচ্ছে। বিএসএফের এক্তিয়ার বৃদ্ধি নিয়ে কথা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত করা উচিত নয়। রাজ্যের সাহায্য চাইলে রাজ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত। আরও টিকা লাগবে জানিয়েছি। বাংলার পাটশিল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

মমতার দাবি, উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন স্থানে অরাজকতা করছে বিএসএফ। তাদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন গরিব মানুষ। বিএসএফের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার বৃদ্ধি হলে রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব হবে। এই নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন।

রাজ্যের বকেয়া ৯৬ হাজার ৬৫৫ কোটি টাকা দ্রুত মেটানোর দাবিও জানান। ফণী, আমপান, যশ থেকে শুরু করে একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ব্যাপক ক্ষতির কারণে কেন্দ্রীয় সহায়তার দাবিও ছিল মুখ্যমন্ত্রীর ঝুলিতে।

নিয়োগপত্র

প্রথম পাতার পর

শিক্ষক নিয়োগের নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সমস্ত নথি যাচাইয়ের জন্য সময় দেওয়া হয়। যদি অনলাইনে অসুবিধা হয়, তাহলে তাঁরা সরাসরি নথি জমা করতে পারবেন বলে জানানো হয়। অনেকে অফলাইনে জমা দেন।

২০১৪ সালের টেট-এর প্রশ্নপত্রে ভুল থাকার জন্য ২০১৮ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশ ছিল, যাঁরা ভুল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, তাঁদের পূর্ণাঙ্গ নম্বর দিতে হবে। মানিকবাবুকে ভর্ৎসনার মুখেও পড়তে হয়। এরপরই নিয়োগ করতে পর্ষদের তৎপরতা শুরু হয়। অবশেষে বুধবার নিয়োগের তালিকা প্রকাশ করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।